আমরা
আমরা
আমরা

আমরা

দিব্যেন্দু পালিত

জ্যোতি প্রকাশন
২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ।। কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৮

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
দি তারকেশ্বর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯/৬, নরসিং লেন
কলিকাতা

শ্রীশুভেন্দু পালিত-কে

আমরা
আমরা
আমরা

১

আমি তনুশ্রীকে ভালোবাসি, তনুশ্রী আমাকে; একদিন আমাদের বিয়ে হবে—এইভাবেই শুরু করা যায়।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি নিজেকে, কি হে, ঠিক তো? ঠিক ভালোবাসা তো? উত্তর পাই না। শুধু গভীর এক আবেশে ভরে ওঠে বুক, নিঃশ্বাস হয়ে ওঠে এলোমেলো। তখন বুঝতে পারি, জলহাওয়ার স্বতঃস্ফূর্ততার মতোই ব্যাপারটা সত্যি—মানে আমাদের এই ভালোবাসাটা, অবর্ণনীয় বলেই বোঝা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় তার প্রয়োজনটুকু।

তনুশ্রীর ভালোবাসা আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয়। গত পাঁচ বছর ধরে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে আমার প্রয়োজন সম্পর্কে বা তনুশ্রী সম্পর্কে সমস্ত ধারণা। সেতারের তারের মতো একটু ছুঁলেই এখন তা বেজে ওঠে টুংটাং শব্দে; তার শরীর, মন আর গন্ধের মৃদু কোরাস সারাক্ষণ বেজে যায় আমার রক্তে।

বললাম পাঁচ বছর, ওটা ছ' বছর কিংবা পাঁচ বছরের কিছু কমও হতে পারে। হিসেব-নিকেশে আমি বরাবরই খুব কাঁচা; আমার ঠিক মনে নেই। বয়স আর জন্মের দিনক্ষণটি মনে থাকে, কেননা, ওটা বাবা-মার দান। বাকি সবই ভুলে যাই। যেমন মনে নেই ঠিক কবে আমার চোখ খারাপ হলো আর চশমা নিলাম; মনে থাকে না কবে ব্লেড ভরেছি রেজরে, বুধবার না বেস্পতিবার। মাসের শেষে ব্লেডে টান পড়লে বুঝতে পারি গণ্ডগোল হয়ে গেছে হিসেবে। ইনসিওরেন্সের কোয়ার্টারলি প্রিমিয়ামটা কি গত মাসেই দিয়ে দিই নি, বা সহকর্মী মধু বিশ্বাস যে বলেছিলো জন্মদিনে নেমন্তন্ন করবে, সেটা কার জন্মদিন—মধুর স্ত্রীর, না তার মেয়ের? এইরকম। মনে থাকে না। স্মৃতির কাছে বারবার হাত জোড় করে দাঁড়ালেও না।

আরো ভুল করি শব্দ নিয়ে। 'ইণ্ডিপেনডেন্স' আর 'রিপাবলিক' শব্দ